১৩-০৫-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতের সাথে কখনও নিজের মতামত মিশ্রিত কোরো না। নিজের মত অনুসারে চললে নিজের ভাগ্যের দ্বারকে অবরুদ্ধ করা হবে ।"

প্রশ্ন:- বাবার প্রতি বাচ্চাদের কোন আশা রাখা উচিত নয়?

উত্তর:- কোনো কোনো বাচ্চা বলে বাবা, আমার অসুখ ঠিক করে দাও, কিছু কৃপা করো। কিন্তু বাবা বলেন, এইগুলো তো তোমাদের পুরাতন অঙ্গ। কমবেশি সমস্যা তো হবেই, এতে বাবা কি করবেন। কেউ মরে গেলে কিংবা কেউ দেউলিয়া হয়ে গেলে বাবার কাছে কেন কৃপা প্রার্থনা কর? এইসব তো তোমাদেরই হিসাবপত্র। তবে যোগবলের দ্বারা তোমাদের আয়ু বাড়তে পারে। যতটা সম্ভব যোগবলের প্রয়োগ কর।

গীত:- তোমার নিশিথ কেটেছে শয়নে, দিবস কেটেছে ভোজনে.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদেরকে তো ওম্ শান্তি কথার অর্থ বলা হয়েছে। ওম্ শব্দের অর্থ ভগবান নয়। ওম্ অর্থাৎ অহম, যার অর্থ আমি। আমি কে? এইগুলো আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বাবাও বলেন যে আমি হলাম আত্মা। কিন্তু আমি পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। তিনি হলেন পরমধামের নিবাসী পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি বলেন, আমি এই শরীরের মালিক নই। এটা বোঝার ব্যাপার যে আমি কিভাবে রচয়িতা, নির্দেশক আবার অভিনেতা। আমি অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতা। সত্যযুগের রচনা করে কলিযুগের বিনাশ তো অবশ্যই করাতে হবে। আমি করন করাবনহার, তাই আমিই করাই। এটা কে বলছেন? পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি বলছেন, আমি হলাম ব্রহ্মান্ডের মালিক। তোমরা বাচ্চারা যখন বাবার সাথে থাকো তখন তোমরাও ব্রহ্মান্ডের মালিক হও। ওই স্থানকে মিষ্টি ঘরও বলা হয়। নতুন দুনিয়া রচনা করার সময়ে প্রথমে ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয় যারা পরে দেবতা হয় এবং পুরো ৮৪ জন্ম নেয়। শিববাবা হলেন চিরপূজনীয়। আত্মাদেরকে ৮৪ জন্ম তো নিতেই হবে। কিন্তু ৮৪ লক্ষ জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। বাবা বলছেন, তোমরা নিজের জন্মকেই জানোনা, আমি তোমাদেরকে বলে দিই। ৮৪ চক্র বলা হয়, ৮৪ লাখ তো বলা হয়না। এই চক্রকে স্মরণ করে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। বাবা এখন বলছেন একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। দেহ এবং দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে যাও। এটা হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। এই কথাটা যতক্ষণ না বুদ্ধিতে আসছে ততক্ষণ সে বুঝতে পারবে না। এটা হল পুরাতন শরীর এবং পুরাতন দুনিয়া। এই দেহ তো বিনাশ হয়ে যাবে। এইরকম কথা প্রচলিত আছে যে কেউ মারা গেলে তার কাছে জগৎও মৃত হয়ে যায়। এইটা হল পুরুষার্থ করার জন্য খুব ক্ষুদ্র সঙ্গমযুগ। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, বাবা এই জ্ঞান কতদিন পর্যন্ত চলবে? যতক্ষণ না ভবিষ্যতের দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, ততক্ষণ এই জ্ঞান শুনতেই থাকবে। পরীক্ষা শেষ হলে নতুন দুনিয়াতে স্থানান্তরিত হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত শরীরে কিছু না কিছু হতেই থাকবে। এইসব শারীরিক ভোগও একপ্রকার কর্মভোগ। এই শরীর বাবার কতই না প্রিয়। কিন্তু তাও কাশি ইত্যাদি হলে বাবা বলেন তোমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুরাতন হয়ে গেছে, তাই সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাবা সাহায্য করবেন - এইরকম আশা করা উচিত নয়। কেউ দেউলিয়া হয়ে গেলে কিংবা অসুস্থ হলে বাবা বলবেন এইসব তোমাদেরই হিসাবপত্র। তবে যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পাবে। এতে তোমাদেরই লাভ। নিজে পরিশ্রম কর, কৃপা প্রার্থনা করোনা। বাবার স্মরণে থাকলেই কল্যাণ হবে।

যতটা সম্ভব যোগবলের প্রয়োগ কর। গায়ন করে - আমাকে তোমার নয়নে লুকিয়ে রেখো। প্রিয় কাউকে নয়নমণি কিংবা প্রাণপ্রিয় বলা হয়। এই বাবা তো খুবই প্রিয় কিন্তু তিনি গুপ্ত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসা থাকেনা। নাহলে তাঁর জন্য এত ভালোবাসা থাকা উচিত যে বলে বোঝানো যাবেনা। বাবা তো বাচ্চাদেরকে তাঁর নয়নে লুকিয়ে নেন। কিন্তু সেটা কোনো শারীরিক চোখ নয়। এটা তো বুদ্ধির দ্বারা স্মরণে রাখতে হবে যে কে আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন? প্রিয়তম নিরাকার বাবা। পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর এইসব তো তাঁরই মহিমা। তাকেই আবার সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তাহলে তো প্রত্যেক মানুষই জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর হয়ে যাবে। কিন্তু না, প্রত্যেক আত্মাই অবিনাশী ভূমিকা পেয়েছে। এইসব খুবই গুপ্ত কথা। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। পারলৌকিক পিতা স্বর্গের রচনা করেন। সত্যযুগের সত্যভূমিতে দেবী দেবতাদের রাজ্য হয়। বাবা সেই নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। কিভাবে রচনা করেন সেটা তোমরা বাচ্চারা জানো। তিনি বলেন, আমি পতিতদেরকে পবিত্র করতেই আসি। তাহলে তো পতিত দুনিয়াতে এসেই পবিত্র করতে হবে। গায়নও করে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন। ব্রহ্মার মুখের দ্বারাই জ্ঞান শোনান, শ্রেষ্ঠ কর্ম সেখান। তিনি বলেন, আমি বাচ্চাদেরকে এমন কর্ম শেখাই যার ফলে ওখানে তোমাদের কোনো কর্মই বিকর্ম হবেনা। ওখানে মায়া নেই, তাই তোমাদের সকল কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। এখানে মায়া আছে বলে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। মায়ার রাজ্যে যা কিছু করবে সব উল্টোপাল্টাই করবে। বাবা বলছেন, এখন আমার কাছ থেকে তোমরা সবকিছু জানতে পারছ। দুনিয়ার লোক সাধনা ইত্যাদি করে পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। অনেক রকমের হঠযোগ ইত্যাদি শেখায়। এখানে তো কেবল এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মুখে শিব শিব বলারও দরকার নেই। এটা হল বুদ্ধির যাত্রা। যত স্মরণ করবে তত রুদ্রমালার মালার দানা হবে অর্থাৎ বাবার নিকটে আসবে। শিববাবার গলার মালা হওয়া কিংবা রুদ্রমালাতে তাঁর নিকটে আসা - এর জন্যই প্রতিযোগিতা। যদি তালিকা (চার্ট) রাখো তাহলে অন্তিমে সুমতি এবং গতি হয়ে যাবে। এমন অবস্থা হতে হবে যাতে দেহও স্মরণে না আসে। বাবা বলছেন, এখন তোমরা হীরেতুল্য জন্ম পেয়েছ। অতএব, হে আমার প্রিয় নিদ্রাজিৎ বাচ্চারা, কমপক্ষে ৮ ঘন্টা আমার স্মরণে থাক। এখনও সেইরকম অবস্থা আসেনি। আমরা সারাদিনে কতক্ষণ স্মরণের যাত্রাতে থাকি তার তালিকা (চার্ট) তৈরি কর। কোথাও থেমে যাচ্ছি না তো। বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকারও স্মরণে থাকবে। এটা তো প্রবৃত্তি মার্গ। এতে প্রথম হল বাবার স্থাপন করা স্বর্গের দেবী-দেবতা ধর্ম। বাবা রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে এই জ্ঞান শাস্ত্রতে কোথা থেকে আসবে? রামায়ণ ইত্যাদি মহাকাব্য তো পরে বানিয়েছে। এখন সমগ্র দুনিয়াটাই হল লঙ্কা। এখানে তো রাবণের রাজ্য। বাঁদরের মত মানুষকে পবিত্র এবং মন্দিরের যোগ্য বানিয়ে তিনি রাবণ রাজ্যকে বিনাশ করে দেন। সদগতি দাতা বাবা জ্ঞান দেন সদগতির জন্য। তিনি অন্তিমেই সদগতি করেন। তিনি এখন বলছেন, সবাইকে ছেড়ে কেবল আমার কথাই শোনো। প্রথমে এইটা নিশ্চয় হতে হবে যে আমি কে? আমি তোমাদের বাবা। আমি পুনরায় তোমাদেরকে সকল বেদ শাস্ত্রের সারকথা শোনাচ্ছি। বাবা সামনে বসে এই জ্ঞান দিচ্ছেন। এরপরে তো বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর দ্বাপরযুগে যখন আবার তাঁকে খুঁজবে তখন এই গীতা ইত্যাদি শাস্ত্রই আবার পাওয়া যাবে। তাই তো আমি এসে পুনরায় সকল শাস্ত্রের সারকথা শোনাই। সেইটারই পুনরাবৃত্তি হবে। কেউ কেউ এই পুনরাবৃত্তিকে মানে, আবার কেউ অন্য কথা বলে। অনেক মতামত আছে। বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল তো তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই জানো, আর কেউ জানেনা। ওরা তো কল্পের আয়ুকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। কিন্তু অনেকে এটাও বলে যে মহাভারতের যুদ্ধ ৫০০০ বছর আগে হয়েছিল। এটা সেই যুদ্ধেরই পুনরাবৃত্তি। তাহলে অবশ্যই গীতার

ভগবানও থাকবেন। যদি তিনি কৃষ্ণ হন তাহলে তো তাকে সেইরকম ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মুকুটধারী হতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণ তো কেবল সত্যযুগেই থাকবে। এখানে তো সে থাকবেনা। তার দ্বিতীয় জন্মতেও সম্পূর্ণ কলা থাকেনা। ১৬ কলা থেকে যখন ১৪ কলা হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক জন্মতেই কিছু না কিছু পার্থক্য তো থাকবে, তাই না? এইরকম ময়ূরপুচ্ছ শোভিত মুকুটধারী তো অনেকেই আছে। যে কৃষ্ণ ১৬ কলা সম্পূর্ণ প্রথম দেবতা ছিল, তার পরবর্তী জন্ম থেকেই একটু একটু করে কলা কমতে থাকবে। এইসব হল খুব গুপ্ত কথা। বাবা বলেন, এমন নয় যে ঘুরে ফিরে কিংবা ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করবে। এটাই হল উপার্জনের সময়। যার অনেক সম্পত্তি আছে সে মনে করে আমার কাছে তো এটাই স্বর্গ। বাবা বলেন, এই স্বর্গের জন্য তোমাদেরকে অভিনন্দন। বাবা তো গরীব নেওয়াজ। গরীবদেরই দান দেওয়া হয়। গরীবরা সহজেই সমর্পিত হয়ে যায়। তবে কয়েকজন ধনীও উঠে আসে। এইসব খুব বোঝার ব্যাপার। দেহের ভানও ত্যাগ করতে হবে। এই দুনিয়াটাই বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর আমরা বাবার কাছে চলে যাব। সমগ্র দুনিয়া নতুন হয়ে যাবে। কেউ কেউ তো অগ্রিম যাত্রা করবে। শ্রীকৃষ্ণের মা বাবাও তো অগ্রিম যাত্রা করবে, যারা পরে কৃষ্ণকে পালন করবে। কৃষ্ণের সময় থেকেই সত্যযুগের সূচনা হয়। এইসব খুবই গুপ্ত কথা। এটা তো খুবই বোঝার ব্যাপার যে কারা মাতা-পিতা হবে। কে দ্বিতীয় নম্বরে আসার যোগ্য হবে। সেবা করা দেখেও সেটা তোমরা বুঝতে পার। ভাগ্যে থাকলে কেউ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। এইরকম হচ্ছেও। যারা পরে এসেছে তারা খুব ভালো সেবা করছে। তোমরা বাচ্চারা হলে রূপ বসন্ত। বাবাকেও বসন্ত বলা হয়। তিনি তো তারার মত, এত বড় নন। পরমাত্মা মানে পরম আত্মা। আত্মার রূপ বড় নয়। কিন্তু মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হয়ে যায় তাই বড় রূপ দেখায়। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিববাবা। তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। ব্রহ্মাও ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হয়ে যান। এছাড়া আর কোনো চিত্র নেই। বিষ্ণুর দুই রূপ হল লক্ষ্মী নারায়ণ। শঙ্করের ভূমিকা কেবল সূক্ষ্মবতনেই। সে এই স্থূল সৃষ্টিতে এসে অভিনয়ও করে না আর কোনও পার্বতীকে অমরকথাও শোনায় না। এইসব হল ভক্তিমার্গের গল্প। এইসব শাস্ত্র আবার তৈরি হবে। আটাতে নুনের মত এইসব শাস্ত্রতে খুব সামান্যই সত্যিকথা আছে। যেরকম শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা কথাটা ঠিক। কিন্তু তারপরে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে দেয়। এটা তো একেবারে ভুল। দেবতাদের মহিমা আলাদা। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। যাঁকে সকলেই স্মরণ করে তাঁর মহিমা আলাদা হবে। সবাই এক কিভাবে হবে? সর্বব্যাপী কথাটার কোনও অর্থই হয়না। তোমরা হলে রুহানি উদ্ধারকারী সেনাদল। কিন্তু তোমরা গুপ্ত। স্থূল অস্ত্র তো থাকবে না। এখানে জ্ঞানবাণ, জ্ঞানকাটারির ব্যাপার। পবিত্র হওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বাবার কাছে পুরো প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা, আমি পবিত্র হয়ে স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। সন্তানরাই উত্তরাধিকার পায়। বাবা এসে আশীর্বাদ করেন। মায়ারূপী রাবণ তো অভিসম্পাত করে। তাই এই প্রিয়তম বাবার সাথে কতই না ভালোবাসা থাকা উচিত। তিনি নিষ্কাম ভাবে বাচ্চাদের সেবা করেন। পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসে তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে হীরেতুল্য বানিয়ে নিজে নির্বাণধামে চলে যান। এইসময়ে তোমাদের সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, তাই বাবা এসেছেন। জ্যোতি জেগে গেলে সবাই মিষ্টি হয়ে যায়। বাবার মত মিষ্টি হতে হবে। গায়ন করে - কতই না মিষ্টি, কতই না প্রিয় ভোলা ভগবান শিব। বাবা কত নিরহংকারী হয়ে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করছেন। এর পরিবর্তে তোমাদেরকেও এত সেবা করতে হবে। এই হাসপাতাল তথা বিশ্ববিদ্যালয় তো ঘরে ঘরে থাকা উচিত। যেমন ঘরে ঘরে মন্দির বানায়। শ্রীমৎ অনুসারে চলে তোমরা কন্যারা ২১ জন্মের জন্য শরীর এবং সম্পত্তি দিচ্ছ। পুত্রদেরকেও শ্রীমৎ অনুসারে চলতে

হবে। কোনও ক্ষেত্রে যদি নিজের মত চালাও তাহলে ভাগ্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাউকে দুঃখ দিওনা। হৃদয়ের সিংহাসনে বসার মত পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা –

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:–

১) বাবার সমান নিরহংকারী হয়ে সেবা করতে হবে। বাবার কাছ থেকে যেসব সেবা নিচ্ছ, অন্তর থেকে তার প্রতিদান দিতে হবে। খুব মিষ্টি হতে হবে।

২) ঘুরে ফিরে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শিববাবার গলার মালা হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। দেহও যেন স্মরণে না আসে..... এইরকম অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:– পরমাত্ম চিন্তনের আধারে সর্বদা চিন্তামুক্ত থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি এবং নিশ্চিন্ত হও।

দুনিয়ার মানুষের প্রতি পদক্ষেপেই চিন্তা কিন্তু তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রত্যেক সংকল্পতে পরমাত্ম চিন্তন। তাই তোমরা চিন্তামুক্ত। করন করাবনহার করাচ্ছেন আর তোমরা নিমিত্ত হয়ে করছ। প্রত্যেকের সহযোগ রূপী অঙ্গুলি থাকার জন্য সকল কাজই সহজ এবং সফল হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এবং চলবেও। যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন, আমাদেরকে কেবল নিমিত্ত হয়ে শরীর মন এবং সম্পত্তি সফল করতে হবে। এটাই হল চিন্তামুক্ত নিশ্চিন্ত অবস্থা।

স্লোগান:– সর্বদা সন্তুষ্টতার অনুভব করতে হলে সকলের আশীর্বাদ নিতে থাক।